সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের পার্থক্য

অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে প্রত্যক্ষের লক্ষণ আলোচনার পরে বলেন, 'তৎ দ্বিবিধং-নির্বিকল্পকং সবিকল্পকং চেতি'। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান দুই প্রকার - নির্বিকল্পক এবং সবিকল্পক। অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ ও দীপিকাটীকাতে যেভাবে এদের পার্থক্য তুলে ধরেছেন তা নিম্নরূপভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

১) লক্ষণের দিক থেকে পার্থক্য ঃ

নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের লক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নিষ্প্রকারকং জ্ঞানং নির্বিকল্পকম্ অর্থাৎ প্রকার বা বিশেষণ বিহীন জ্ঞানকে নির্বিল্পক বলে। আর সবিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সপ্রকারকং জ্ঞানং সবিকল্পকম্ অর্থাৎ প্রকার বা বিশেষণযুক্ত জ্ঞানকে সবিকল্পক বলে।

২) উৎপত্তির দিক থেকে পার্থক্য ঃ

উৎপত্তির দিক থেকে প্রথমে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ এবং পরে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকে বিষয় করে যে প্রত্যক্ষ তা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ।

৩) প্রকাশযোগ্যতার দিক থেকে পার্থক্য ঃ

যেহেতু নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রকার বা বিশেষণ বিহীন তাই তা কোন শব্দ বা বাক্যের দ্বারা প্রকাশযোগ্য নয়। তাই এই প্রত্যক্ষের কোন দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। এই জ্ঞানকে তাই শিশু ও মূক ব্যক্তির জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করা হয়। (শিশুর জ্ঞান প্রকাশক শব্দ জানা না থাকায় এবং মূক ব্যক্তির বাক্‌শক্তি হীনতার জন্য নিজ নিজ জ্ঞান ব্যক্ত করতে পারে না)। কিন্তু সবিকল্পক প্রত্যক্ষ যেহেতু সপ্রকারক অর্থাৎ প্রকার বা বিশেষণ বিশিষ্ট তাই তা শব্দ বা বাক্যের দ্বারা প্রকাশযোগ্য। এই ব্যক্তি ডিত্থ, এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, এই ব্যক্তি শ্যামবর্ণের ইত্যাদি ইত্যাদি।

৪) জানার উপায়ের দিক থেকে পার্থক্য ঃ

নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকে জানা যায় অনুমানের দ্বারা। অনুমানটি হল ঃ গৌরিতি বিশিষ্টজ্ঞানং বিশেষণজ্ঞানজন্যঃ বিশিষ্টজ্ঞানত্বাৎ দণ্ডিতিজ্ঞানবৎ ইতি। কিন্তু সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে জানা যায় অনুব্যবসায়ের দ্বারা। আমার ঘটের জ্ঞান হয়েছ, আমার পটের জ্ঞান হয়েছে - ইত্যাদি অনুব্যবসায়ের দৃষ্টান্ত।

৫) বিষয়ের দিক থেকে পার্থক্য ঃ

বিশেষণবিশেষ্য-সম্বন্ধ অনবগাহি জ্ঞানম্ নির্বিকল্পকম্ অর্থাৎ বিশেষণ, বিশেষ্য এবং সম্বন্ধকে জানা যায় না যে প্রত্যক্ষে তা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। আর নাম, জাতি আদি বিশেষণবিশেষ্য ও সম্বন্ধকে জানা যায় যে জ্ঞানে তা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। যেমন সবিকল্পক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ঘট জ্ঞানের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে পারি ঘট হল বিশেষ্য, ঘটত্ব হল প্রকার বা বিশেষণ এবং সমবায় হল সংসর্গ বা সম্বন্ধ। কিন্তু নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে এইভাবে জানা যায় না কোন্‌টি বিশেষ্য, কোন্‌টি বিশেষণ বা সংসর্গই বা কোন্‌টি।

৬) প্রমাগত দিক থেকে পার্থক্য ঃ

নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে যেমন প্রমা বলা যায় না, তেমনি অপ্রমাও বলা যায় না। কেননা যে পদার্থ যে ধর্ম বিশিষ্ট সেই পদার্থে যদি সেই ধর্ম বিশিষ্টের জ্ঞান হয়, তবে তা প্রমা হবে। আবার যে পদার্থে যে ধর্মের অভাব আছে সেই পদার্থে যদি সেই ধর্মের জ্ঞান হয় তাকে অপ্রমা বলে। কিন্তু নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে কোন ধর্ম বা প্রকারকে জানাই যায় না। ফলে কোন্‌টি কোন ধর্মবিশিষ্ট তা না জানা যাওয়ায় নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকে প্রমা বা অপ্রমা বলা যায় না। কিন্তু সবিকল্পক প্রত্যক্ষে যেহেতু প্রকার বা ধর্মকে জানা যায় তাই তা প্রমা বা অপ্রমা হতে পারে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ